54

আজকের কাগজ

তারিখ ... 16 MAY 1994
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫ ...

কম্পিউটার পদ্ধতিতে এস, এস, সি পরীক্ষা

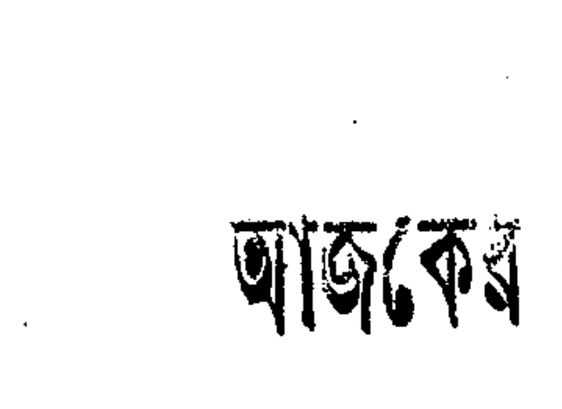

গত ২রা মে সারাদেশে ৪টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এস, এস, সি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এবছরই প্রথমবারের মত কম্পিউটারের সাহায্যে নৈর্বত্তিক উত্তরপত্র মূল্যায়ণ করা হবে। এ কারণে পরীক্ষার্থীরাও উত্তরপত্রের বৃত্ত পূরণ করেছে ভিন্ন পদ্ধতিতে। নতুন পদ্ধতিতে নৈবত্তিক প্রশ্নের উত্তরও দিতে হচ্ছে। অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এ বিষয়ে বেশ উদ্বেগ লক্ষ্য করা গেছে। এ ব্যাপারে কথা বলা হয় কয়েকজন ছাত্র ছাত্রীর সাথে। ওরা এবার পরীক্ষা দিচ্ছে। কেমন লাগছে ওদের?

শারমীন হক সঙ্গীতা
বিজ্ঞান বিভাগ
মডিফিল সরকারী বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা।

প্রথম পরীক্ষার দিন বেশ ভয় পেয়েছিলাম। সব সময় টেনশনে ছিলাম যদি ভুল হয়ে যায়। যদি উত্তরপত্রে কোন নম্বর ভুল করে ফেলি তাহলে তো রেজাল্টই বের হবে না। অতিরিক্ত খাতা নেয়ার ক্ষেত্রেও তাই। অনেক সময় নিয়ে ঘর পূরণ করি। তবে এটা ভেবে ভাল লাগছে যে রেজাল্টটা তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবো।

রজত বড়ুয়া রাসু
মানবিক বিভাগ
কদমতলা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।

নতুন একটা নিয়মে আমরা প্রথম পরীক্ষা দিচ্ছি ভেবে ভালই লাগছে। প্রথম দিনে একটু বেশি ভয় লেগেছিল। এখন সেটা ঠিক হয়ে গেছে। তবে সময় একটু বেশি চলে যায়। অবজেকটিভে টিক চিহ্ন দিলে আগে সময় কম লাগতো।

ফাতেমা বেগম রুনা
মানবিক বিভাগ
রামপুরা একরামুন্নেছা বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা।

না, আমার এখনো তেমন ভুল হয়নি। তবে অবজেকটিভের ক্ষেত্রে ঘর পূরণ করতে বেশি সময় চলে যায়। আর তাড়াহুড়ো করে পূরণ করতে গিয়ে কোন ভুল হলে তা মুছে ফেলার উপায় নেই। বাড়িতে এসেও টেনশনে থাকি সিরিয়াল ঠিক মতো হয়েছে কি-না। আরো আগে থেকে যদি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো তাহলে আরো ভাল হতো।

ফারাজানা হামিদ ইতি
বিজ্ঞান বিভাগ
ভিকারুন্নিসা নূন স্কুল, ঢাকা।

প্রথমে একটু ভয় পেলেও এখন তেমন অসুবিধা হয় না। যদি নৈবৈত্তিকের বৃত্ত পূরণ করার জন্য আরো একটু বেশি সময় দেয়া হতো তবে টেনশন থাকতো না। খাতায় ভাঁজ দেয়া নিষেধ বলে মার্জিন টানতে হয়। এর জন্য খাতা যদি আগে হাতে না পাই তাহলে শুরুতেই খুব টেনশন ফিল করি। আমার মনে হয়, সামনের বার যারা দেবে আরো আগে থেকেই ওদের এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেয়া দরকার।